বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২০

দেশের বাহিরে পরিশোধ, বৈদেশিক বিনিময় ও সিকিউরিটিজ এর লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থে বৈদেশিক বিনিময় ও সিকিউরিটিজ এর লেনদেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রয়োগ ।

১) এই আইন "বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২০" নামে অভিহিত হইবে।

২) সমগ্র বাংলাদেশ এই আইনের আওতাধীন; এবং

(ক) এই আইনের ২(ট) ধারায় সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি;

(খ) এই আইনের ২(ঘ) ধারায় সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশে নিবাসী সকল ব্যক্তি;

(গ) বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশে নিবাসী যে কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান/উহার শাখা, অফিস ও এজেন্সি; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ এ অবস্থিত রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও সরকার ঘোষিত কোনো বিশেষ অঞ্চল এর ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

৩) সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হইতে এই আইন কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪) অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছু থাকুক না কেন, কোন বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে এবং যে কোন ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিতে এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

২। সংজ্ঞা। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অনুমোদিত ডিলার"- অর্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি এই আইনের ৩(১) ধারা অনুযায়ী একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবসায় করিবার অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(খ) "আমদানি" অর্থ

(১) বাংলাদেশে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান পণ্য বা সেবা আনয়ন/গ্রহণ বুঝাইবে;

(২) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক কিংবা সরকার ঘোষিত এইরূপ কোন বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠান হতে কোন দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান পণ্য বা সেবা ক্রয়-কে বুঝাইবে;

(গ) "চলতি হিসাবে লেনদেন" অর্থ মূলধন স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে নয় এই ধরনের লেনদেন এবং ইহা ছাড়াও

(১) বৈদেশিক বাণিজ্য, সেবাসহ অন্যান্য চলতি ব্যবসায় এবং সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত স্বল্প মেয়াদি ব্যাংকিং ও ঋণ সুবিধা সংক্রান্ত লেনদেন;

(২) ঋণের সুদ এবং বিনিয়োগ থেকে উদ্ভূত নিট আয় সংক্রান্ত লেনদেন;

(৩) সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে পরিমিত ঋণ পরিশোধ অথবা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের অবচয়;

(৪) নিজের, পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের বৈদেশিক ভ্রমণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়; এবং

(৫) বিদেশে নিবাসী পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের পারিবারিক জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিমিত রেমিটেন্স প্রবাহকেও বুঝাইবে;

(ঘ) "বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি" অর্থ-

(১) এইরূপ ব্যক্তি যিনি বিগত ১২ (বার) মাসের মধ্যে ৬ (ছয়) মাস অথবা এর অধিক সময় বাংলাদেশে অবস্থান করিয়াছেন;

(২) এইরূপ ব্যক্তি যিনি ৬ (ছয়) মাসের কম নয় এইরূপ সময়কাল আবাসিক অথবা ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাসের কর্ম বা আবাসিক ভিসায় অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন;

(৩) এমন ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে ব্যবসায় রহিয়াছে; অথবা

(৪) বিদেশে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক, কনস্যুলার ও অন্যান্য প্রতিনিধি অফিস এবং উক্ত অফিসসমূহে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণ;

(৫) এরূপ ব্যক্তিবর্গ যাহারা বিদেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে কর্মরত অথবা ছুটিতে রহিয়াছেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধি অথবা এরূপ প্রতিনিধির স্বীকৃত কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিসসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঙ) "নির্দেশিত" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্দেশিত;

(চ) "পণ্য" অর্থ কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন পণ্যকে বুঝাইবে;

(ছ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রা ব্যতীত অন্য যে কোন দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট এবং ধাতব মুদ্রা যাহা পণ্য ও সেবার মূল্য এবং ঋণ পরিশোধের জন্য আইনগতভাবে গ্রহণযোগ্য;

(জ) "বৈদেশিক বিনিময়" বলিতে বৈদেশিক মুদ্রাকেই বুঝাইবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২(১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ১২৭) এর আর্টিকেল ১৬ এর উপআর্টিকেল ১৩ মোতাবেক আদিষ্টকৃত, গৃহীত, তৈরী বা ইস্যুকৃত যে কোন ইন্সট্রুমেন্ট (Instrument) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এতদ্ব্যতীত সকল আমানত, ঋণ ও স্থিতি যাহা বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় এবং বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রকাশিত বা আদিষ্টকৃত কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রায় প্রদেয় যে কোন ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক, ঋণপত্র এবং বিনিময় বিলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "বৈদেশিক সিকিউরিটিজ"- বলিতে এমন সিকিউরিটিজকে বুঝাইবে যাহা বাংলাদেশের বাহিরে যে কোন স্থানে ইস্যুকৃত এবং যে সকল সিকিউরিটিজের আসল বা সুদ কোন বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয়;

(ঞ) "বাংলাদেশি মুদ্রা" অর্থ বাংলাদেশি টাকায় প্রকাশিত বা আদিষ্টকৃত মুদ্রাকে বুঝাইবে;

(ট) "ব্যক্তি" বলিতে যে কোন প্রাকৃতিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ নিম্নরূপ বিষয় বুঝাইবে-

(১) অংশীদারী ব্যবসায়,

(২) কোম্পানি,

(৩) কিছু ব্যক্তির সংঘ অথবা সংঘবদ্ধ একদল ব্যক্তি, যাহা নিবন্ধিত বা নিবন্ধিত নয়,

(৪) পূর্ববর্তী উপ-অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ সকল কৃত্রিম আইনগত সত্তা,

(৫) এইরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন এজেন্সি, অফিস অথবা শাখা অফিস।

(ঠ) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972(P.O. No.127 of 1972) এর অধীনে স্থাপিত Bangladesh Bank;

(ড) "মূলধনী হিসাবের লেনদেন" অর্থ এইরূপ লেনদেন যাহা দ্বারা মূলধনী সম্পদ সৃষ্টি, রূপান্তর, হস্তান্তর অথবা বিলোপ সাধন বুঝাইবে এবং যাহা শুধুমাত্র মূলধনী এবং মুদ্রা বাজারের ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ, হস্তান্তরযোগ্য দলিলাদি, অবন্ধকীকৃত

দাবী, মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট অথবা যৌথ বিনিয়োগ সিকিউরিটিজসমূহ, বাণিজ্যিক ও আর্থিক ঋণ, জামানত, গ্যারান্টি, জমা হিসাব পরিচালনা, জীবনবীমা, ব্যক্তিগত মূলধন প্রবাহ, ভূ-সম্পত্তি, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, পোর্টফোলিও এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগও ইহার অন্তভুক্ত হইবে;

(ঢ) "মুদ্রা" বলিতে,

১) সকল ধাতব মুদ্রা, কাগুজে নোট, ব্যাংক নোট, পোস্টাল নোট, মানিঅর্ডার, চেক, ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক, ঋণপত্র, বিনিময় বিল, প্রতিশ্রুতি পত্র; এবং

২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অথবা উভয় প্রকারের অন্যান্য অনুরূপ দলিলাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ণ) "মালিক", যে কোন সিকিউরিটিজের ক্ষেত্রে, এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার সিকিউরিটিজ বিক্রি বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে বা যাহার তত্ত্বাবধানে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে, অথবা যিনি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষ হইতে সিকিউরিটিজের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ বা সুদ গ্রহণ করেন এবং ঐ সিকিউরিটিজের উপর যাহার কোনরূপ স্বার্থ রহিয়াছে এবং যদি কোন ট্রাস্টের নামে কোন সিকিউরিটিজ থাকে বা কোন সিকিউরিটিজের উপর প্রদেয় লভ্যাংশ বা সুদ যদি কোন ট্রাস্টের তহবিলে জমা করা হয় তাহা হইলে যে কোন ট্রাস্টি বা যে কোন ব্যক্তি উক্ত ট্রাস্টের কার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন বা যিনি কাহারো মতামত ছাড়াই উক্ত ট্রাস্ট বা ট্রাস্ট সম্পর্কিত কোন শর্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন অথবা ট্রাস্টের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন;

(ত) "মানি চেঞ্জার" অর্থ এই আইনের ৩ক ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, অর্ন্তমুখী ও বহির্গামী পর্যটক, বাংলাদেশ হইতে বিদেশে গমনকারী ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে আগত ও প্রত্যাগত বিদেশি নাগরিকগনের নিকট হইতে বিদেশি মুদ্রা, নোট, কয়েন বা ট্রাভেলার্স চেক ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(থ) "রপ্তানি" অর্থ

(১) বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের বাইরে কোন স্থানে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান অথবা উভয় প্রকার পণ্য প্রেরণ;

(২) বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি দ্বারা বাংলাদেশের বাহিরের কোন ব্যক্তিকে সেবা প্রদান; অথবা

(৩) বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সকল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্ক কিংবা সরকার ঘোষিত কোন বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান বাংলাদেশি কোন পণ্য বা সেবা বিক্রয়-কে বুঝাইবে;

(দ) "রৌপ্য" এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রৌপ্য বলিতে বাট বা পিন্ড, ঢালাই পরবর্তী আর কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যায় নাই এইরূপ রৌপ্য শিট ও প্লেট এবং বাংলাদেশ ও ইহার বাহিরে প্রচলিত/অপ্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা যাহা বাংলাদেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত অথবা অস্বীকৃত এইরূপ অন্য যে কোন প্রকার রৌপ্যকে বুঝাইবে।

(ধ) "স্বর্ণ" এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্বর্ণ বলিতে স্বর্ণআকর বা স্বর্ণবাট অথবা স্বর্ণপিন্ড এবং বাংলাদেশে ও ইহার বাহিরে প্রচলিত/অপ্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা যাহা বাংলাদেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত অথবা অন্য যে কোন প্রকার স্বর্ণকে বুঝাইবে;

(ন) "সিকিউরিটিজ" অর্থ দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান আকারে-

(১) শেয়ার, স্টক, বন্ড, ডিবেঞ্চার স্টক এবং সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট, ১৯২০ এ সংজ্ঞায়িত সরকারি সিকিউরিটিজ সমূহ;

(২) সিকিউরিটিজ জমাকরণে প্রাপ্ত জমা রশিদ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়্যাল ফান্ড) রুলস, ২০০১ এ সংজ্ঞায়িত মিউচুয়্যাল ফান্ডের ইউনিট অথবা সমন্বিত বিনিয়োগ স্কীম (Collective Investment Scheme) সমষ্টিগত বিনিয়োগ প্রকল্প; এবং

(৩) সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সালের ১৮ নং অর্ডিন্যান্স) এ "সিকিউরিটিজ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত অন্যান্য দলিলাদি।

কিন্তু সরকারি প্রতিশ্রুতি পত্র ব্যতীত অন্য কোন বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র (Promissory note) উহার অর্ন্তভুক্ত হইবে না;

(প) "সেবা" অর্থ যে কোন প্রকার সেবা এবং ব্যবসায় সেবা, পেশাদারি সেবা, তথ্য প্রযুক্তি সেবা, তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা সক্রিয় সেবা, যোগাযোগ বা টেলিযোগাযোগ সেবা, নির্মাণ সেবা, প্রকৌশল সেবা, বিতরণ সেবা, শিক্ষা সেবা, পরিবেশ সেবা, আর্থিক সেবা (যেমন- বীমা, ব্যাংকিং এবং পুঁজিবাজার সংক্রান্ত সেবা), স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সেবা, পর্যটন সেবা, ভ্রমণ সেবা, বিনোদনমূলক সেবা, সাংস্কৃতিক সেবা, খেলাধুলা সেবা, পরিবহন সেবা, বৈদ্যুতিক বা অন্য শক্তি সেবা বা সময় সময় সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এরূপ অন্যান্য সেবাও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদিও শুধু এইগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না;

(ফ) "সীমিত মানি চেঞ্জার" অর্থ এই আইনের ৩ক ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিদেশি নাগরিকগণের নিকট হইতে বিদেশি মুদ্রা, নোট, কয়েন এর মাধ্যমে পন্য বিক্রয় বা সেবা প্রদান করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান।

(ব) "হস্তান্তর" বলিতে ক্রয়, বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, প্রতিজ্ঞা চুক্তি, জামিন, উপহার, ঋণ, যাহার মাধ্যমে কোন অধিকার, স্বত্ব, দখল অথবা পূর্বস্বত্ব পরিবর্তনকে বুঝাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত ডিলার

৩। বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের জন্য অনুমোদিত ডিলার।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক এতদ্‌বিষয়ক আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবসায় করিবার প্রাধিকার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন একটি প্রাধিকার যাহা -

(ক) সকল ধরনের বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবসায় করিবার প্রাধিকার অথবা সুনির্দিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের প্রাধিকারে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রায় সকল ধরনের লেনদেন করিবার প্রাধিকার অথবা বিশেষ ধরনের লেনদেনের প্রাধিকারে সীমাবদ্ধ থাকিবে ;

(গ) নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য কার্যকর হইবে মর্মে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারকে তাহার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ প্রদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংক উহা রহিত/ স্থগিত করিতে পারিবে।

(৪) অনুমোদিত ডিলার তাহার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সকল ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত সকল সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা অথবা আদেশ মানিয়া চলিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতীত একজন অনুমোদিত ডিলার এই ধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন বৈদেশিক বিনিময় লেনদেনে সম্পৃক্ত হইবে না ।

(৫) একজন অনুমোদিত ডিলার কোন ব্যক্তির পক্ষে বৈদেশিক বিনিময়ের কোন লেনদেন করার পূর্বে সে ব্যক্তির নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ঘোষণা ও তথ্য সংগ্রহ করিবে যাহাতে সে নিশ্চিত হইতে পারে যে, লেনদেনটি এই আইনের শর্ত লঙ্ঘন করে নাই কিংবা উহা এই আইনের শর্ত লঙ্ঘনে উদ্যত হয় নাই অথবা আইনটির কোন বিধি, নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করে নাই এবং উক্ত ব্যক্তি যদি আইনের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে বা অসন্তোষজনকভাবে মানিয়া চলে তবে অনুমোদিত ডিলার লেনদেনে অস্বীকৃতি জানাইবে এবং যদি উক্ত ব্যক্তির ঘোষণা ও তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে বা আইন ফাঁকি দিয়াছে তবে বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরীভূত করিবে।

৩ক। মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জার এর কার্যাবলি ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক এতদ্‌বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জার হিসেবে কাজ করিবার অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার আওতায় একটি অনুমোদন যাহা-

(ক) বাংলাদেশ হইতে বিদেশে গমনকারী ও বিদেশ হইতে প্রত্যাগত বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে আগত ও প্রত্যাগত বিদেশি নাগরিকগণের নিকট হইতে (ক) মানি চেঞ্জার বিদেশি মুদ্রা, নোট, কয়েন বা ট্রাভেলার্স চেক ক্রয়-বিক্রয় করার ও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের বিপরীতে প্রত্যায়ন পত্র প্রদান এবং (খ) সীমিত মানি চেঞ্জার বিদেশি নাগরিকগণের নিকট বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) উক্ত অনুমোদন একটি নির্দিষ্ট সময় বা পরিমাণের জন্য কার্যকর হইবে মর্মে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হইলে সকল ক্ষেত্রে মানি চেঞ্জার ও সীমিত মানি চেঞ্জার-কে তাহার অবস্থান ব্যাখ্যা করিবার সুযোগ প্রদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংক উহা রহিত/স্থগিত করিতে পারিবে।

(ঘ) মানি চেঞ্জার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয় ও ধারণের এবং সীমিত মানি চেঞ্জার বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য বিক্রয় ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত সকল সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা অথবা আদেশ মানিয়া চলিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায়ে বিধিনিষেধ

৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যবসায়ে বিধিনিষেধ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ পূর্বানুমতি ব্যতীত অনুমোদিত ডিলার ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে কাহারো নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা ঋণ *গ্রহণ* করিতে পারিবে না বা কাহারো নিকট বিক্রয় বা ঋণ প্রদান অথবা অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যক্তির সহিত বিনিময় করিতে পারিবে না।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা পূর্বানুমতি ব্যতীত একজন অনুমোদিত ডিলার বা অন্য কোন ব্যক্তি এমন কোন বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করিতে পারিবে না, যে লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কিছু সময়ের জন্য নির্ধারিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার/ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন বিনিময় হারে বাংলাদেশি মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় বা বৈদেশিক মুদ্রাকে বাংলাদেশি মুদ্রায় রূপান্তর করা যায়।

(৩) যেই ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলার ব্যতীত অন্য কেউ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ (Acquire) করেন বা কোন ব্যক্তিকে শর্তাধীনে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিবেন না অথবা যে শর্তাধীনে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন উহা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হন বা যে উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে না পারেন তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি সংগৃহীত বৈদেশিক মুদ্রা একজন অনুমোদিত ডিলারের নিকট বিক্রয় করিবেন ।

(৪) বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি কোন অনুমোদিত ডিলার এর নিকট বা তাহার নিকট হইতে বৈদেশিক বিনিময় বিক্রয় বা ক্রয় করিতে পারিবেন যদি উক্ত বিক্রয় বা ক্রয় চলতি প্রকৃতির লেনদেন হয়; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় স্বার্থে চলতি ও মূলধন হিসাবে ভারসাম্য বজায় রাখিবার লক্ষ্যে চলতি প্রকৃতির লেনদেনের উপর যুক্তিসংগত বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) প্রযোজ্য বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে অনুমোদনযোগ্য মূলধন প্রকৃতির লেনদেনকে সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থ প্রেরণে বিধি নিষেধ

৫। অর্থ প্রেরণে বিধি নিষেধ।

(১) এই উপধারার শর্তসমূহ হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি, কোন ব্যক্তিকে সাধারণ বা বিশেষ অব্যাহতি প্রদান না করে তাহা হইলে বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি-

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তি বা তাহার অনুকূলে কোন অর্থ পরিশোধ বা প্রেরণ করিবে না;

(খ) কোন বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র আদিষ্টকরণ, ইস্যু বা বন্দোবস্তের জন্য দর কষাকষি অথবা কোন ঋণের দায়কে স্বীকৃতি প্রদান করিবে না যাহাতে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে অর্থ গ্রহণ করিবার অধিকার (প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য) সৃষ্টি বা হস্তান্তর হইতে পারে;

(গ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির দ্বারা আদিষ্ট হইয়া বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ বা কোন ব্যক্তিকে অর্থ প্রেরণ করিবে না;

(ঘ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন অর্থ প্রদান করিবে না;

(ঙ) কোন ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ বা প্রেরণ করিবে না, যদি-

(১) বাংলাদেশের বাহিরে কোন ব্যক্তি পরিশোধ (Payment) গ্রহণ করিয়াছেন বা কোন সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন এইরূপ বিষয়ের সহিত উক্ত পরিশোধ (Payment) বা অর্থ প্রেরণের কোন সম্পর্ক থাকে।

(২) উক্ত পরিশোধ (Payment) বা অর্থ প্রেরণের কারণে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধ (Payment) গ্রহণের বা সম্পত্তির মালিক হওয়ার প্রকৃত বা সম্ভাব্য অধিকার সৃষ্টি বা হস্তান্তরিত হয়।

(চ) কোন বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতি পত্র আদিষ্টকরণ, ইস্যু, বন্দোবস্তের জন্য দর কষাকষি, কোন সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বা কোন ঋণের দায় স্বীকার করিবে না যদি উপ-ধারা 'ঙ' তে উল্লিখিত ব্যক্তি বা বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ কোন পরিশোধ (Payment) গ্রহণের অধিকার (প্রকৃত বা সম্ভাব্য) সৃষ্টি বা হস্তান্তরিত হয়।

(২) উপ ধারা (১) এর কোন শর্তের লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে না যদি-

(ক) পরিশোধটি ইতোমধ্যে অনুমোদিত, যাহা ধারা-৪ এ বর্ণিত কোন অনুমোদিত ডিলার এর নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির অনুকূলে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা হইতে পরিশোধ করা হয়।

(খ) বাংলাদেশে পরিচালিত কোন ব্যবসায় বা বাংলাদেশে অবস্থানকালে সম্পাদিত কোন কার্য হইতে উদ্ভূত নহে এইরূপ কোন সেবার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্তি হইতে যদি কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়।

(৩) এই আইনের অধীনে মঞ্জুরিকৃত প্রাধিকার বা অব্যাহতির অধীনে কোন ব্যক্তির কোন কিছু সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন শর্তই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে লভ্যাংশ বা সুদ অর্জনকারী কুপন বা অধিপত্র (Warrants) এবং জীবন বীমা বা মেয়াদি বীমা পলিসি এর বিপরীতে প্রাপ্ত বীমা দাবী (Insurance claim) "সিকিউরিটিজ" এর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্লকড হিসাব ও বিশেষ হিসাব

৬। ব্লকড হিসাব

(১) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধের ক্ষেত্রে অথবা কোন ব্লকড হিসাবে পরিশোধের ক্ষেত্রে ধারা-৫ এর শর্ত হইতে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে ঐ ব্যক্তির নামে ব্লকড হিসাবে পরিশোধ করা হবে এবং

(খ) উক্ত হিসাবে অর্থ জমাকরণের ক্ষেত্রে জমাকরণ প্রক্রিয়াটি জমাকারীর পক্ষ হইতে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্লকড হিসাবের কোন স্থিতি উত্তোলন করা যাইবে না।

(৩) এই ধারামতে 'ব্লকড হিসাব' বলিতে এইরূপ হিসাবকে বুঝাইবে যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে কোন একটি ব্যাংকের কোন কার্যালয় বা শাখায় খোলা হইয়াছে অথবা এইরূপ একটি হিসাব যাহা এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে বা পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে ব্লকড করা হইয়াছে।

৭। বিশেষ হিসাব।

(১) সরকারের মতামত অনুযায়ী যে কোন স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্য পরিশোধ নিয়ন্ত্রণ বা ত্বরান্বিত করিবার প্রয়োজন হইলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আদেশ জারি করিতে পারিবে যে, ঐ সকল পরিশোধ বা যে কোন শ্রেণির ঐ সকল পরিশোধ শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলারের দ্বারা পরিচালিত হিসাবে (এই ক্ষেত্রে "বিশেষ হিসাব" রূপে আখ্যায়িত) জমা দিতে হইবে।

(২) উক্ত হিসাবে অর্থ জমাকরণের ক্ষেত্রে জমাকরণ প্রক্রিয়াটি জমাকারীর পক্ষ হইতে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পরিশোধকারীর দায়িত্ব হইতেছে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা, সেক্ষেত্রে পরিশোধকারী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঐ সময়ের জন্য স্থিরকৃত বা অনুমোদিত হারে পরিশোধিতব্য অর্থ রূপান্তর করিয়া পরিশোধ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দায় মুক্ত হইবেন।

(৩) বিশেষ হিসাবের স্থিতি সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে-

(ক) নিবাসী বাংলাদেশি এবং উপরোল্লিখিত গেজেট প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত অঞ্চলের ব্যক্তির মধ্যে পরিশোধ নিয়ন্ত্রণকল্পে, যে ক্ষেত্রে সরকার এবং উক্ত অঞ্চলের সরকারের মধ্যে চুক্তি রহিয়াছে সেক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত বিবেচনায় রাখিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, অথবা

(খ) সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধের উদ্দেশ্যে যদি এরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত নাও হয় তাহা হইলে সরকার সময়ে সময়ে জারিকৃত বিশেষ আদেশ দ্বারা বিদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির নিকট প্রাপ্য ঋণ বাংলাদেশে নিবাসী অথবা অন্য কোন দেশে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে পরিচালনা করিতে নির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

ষষ্ঠঅধ্যায়

বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

৮। বৈদেশিক মুদ্রা এবং স্বর্ণ-রৌপ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।

(১) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই মর্মে আদেশ দিতে পারিবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত এবং প্রযোজ্য ফি পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য বা কারেন্সি নোট বা ব্যাংক নোট বা ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশে আনয়ন অথবা বাংলাদেশ হইতে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বাহিরে কোন দেশে লইবার বা প্রেরণের উদ্দেশ্যে উপরে বর্ণিত দ্রব্যসমূহ বহনকারী কোন জাহাজ বা যানবাহন বাংলাদেশের কোন স্থানে যাত্রা বিরতি করিলে ঐসকল দ্রব্য বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন স্বর্ণ, অলংকার বা দামী পাথর বা বাংলাদেশি কারেন্সী নোট, ব্যাংক নোট বা ধাতব মুদ্রা বা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের বাহির হইতে আনয়ন বা বাংলাদেশ হইতে বিদেশে প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনের ২৪ ধারায় বর্ণিত শর্ত ক্ষুণ্ন না করিয়া এবং কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯ এর ০৪ নং আইন) এর শর্তসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর রাখিয়া উপধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত বিধি-নিষেধসমূহ কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ (১৯৬৯ এর ০৪ নং আইন) এর ১৬ নং ধারা মোতাবেক আরোপিত হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ

০৯। সরকার কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ ।

সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তি বা নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে এইরূপে আদেশ দিতে পারিবে যে-

(ক) যাহাদের নিকট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বৈদেশিক মুদ্রা রহিয়াছে তাহারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে, যাহা সরকারি মতে ঐ সময়ের বৈদেশিক বিনিময়ের বাজার মূল্যের তুলনায় কম নহে এইরূপ মূল্যে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবে।

(খ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত যাহাদের বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সেই অধিকার সরকার নির্ধারিত হারে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করিবে।

শর্ত থাকে যে, সরকার উপরোক্ত প্রজ্ঞাপন বা অন্য কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গকে উক্ত আদেশের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে। তবে কোন ব্যক্তি যে কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে কোন অনুমোদিত ডিলারের নিকট হইতে বর্ণিত বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া থাকিলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে তা সংরক্ষণ করিলে এই ধারার নির্দেশনা কার্যকরি হইবে না।

১০। ব্যক্তিবর্গের বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহনের অর্পিত দায়িত্ব।

(১) কোন ব্যক্তি যাহার কোন বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণের অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির নিকট হইতে টাকায় পরিশোধ গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে এইরূপ কিছু করিবেন না বা করা থেকে বিরত থাকিবেন যাহার ফলে-

(ক) তাহার বৈদেশিক মুদ্রা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রাপ্তিতে বা প্রদানে বিলম্ব হয়, অথবা,

(খ) তাহার দ্বারা প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণ প্রাপ্তি বা প্রদান বন্ধ হইয়া যায়।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা(১) সম্পর্কিত যে কোন বৈদেশিক মুদ্রা বা টাকায় অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হন তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি বা প্রদান নিরাপদ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১১। আমদানিকৃত সোনা-রূপার ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ।

সরকার প্রয়োজন বোধে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সোনা-রূপা আমদানির আগে অথবা আমদানির সময় উহার ব্যবহার বা ব্যবসায়ের উপর শর্তারোপ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

আমদানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ।

১২। আমদানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য পরিশোধ।

(১) আমদানিযোগ্য পণ্যের মূল্য পরিশোধ কার্যক্রম নিষ্পত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানি মূল্য পরিশোধ এবং আমদানিকৃত পণ্য দেশে প্রবিষ্ট হওয়ার বিষয়ে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে। অন্যকোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের ৫ ধারার ক্ষমতাবলে এবং ৪(৪) ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সেবা আমদানির মূল্য পরিশোধের বিষয়ে সাধারণ অথবা বিশেষ অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) মোতাবেক আমদানিযোগ্য পণ্য বা সেবা এর বিপরীতে মূল্য পরিশোধিত হইয়া থাকিলে আমদানিকারক বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে: (ক) আমদানিতব্য পণ্য বা সেবা নির্ধারিত সময়ের হইতে বিলম্বে দেশে প্রবিষ্ট হয়; অথবা (খ) নির্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্তে অন্যকোন পদ্ধতিতে পণ্য বা সেবা দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়; অথবা (গ) মূল্য পরিশোধান্তে বিদেশি সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার গুনগতমান পরিমাণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) মূল্য পরিশোধের পর আমদানিতব্য পণ্য বা সেবা দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবার সময় অতিক্রম করিলে বা পণ্য দেশে প্রবিষ্ট না হইলে পূর্বে বর্ণিত শর্তসমূহ লঙ্ঘন না করিয়া সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের পরবর্তী আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক নিষেধাজ্ঞা আরোপ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে তদানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আমদানি মূল্য বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিপরীতে পণ্য বা সেবা দেশে প্রবিষ্ট না হইলে কিংবা যথাযথ পরিমাণ পণ্য বা সেবা দেশে প্রবিষ্ট না হইলে প্রেরিত সম্পূর্ন অর্থ অথবা অতিরিক্ত প্রেরিত অর্থ দেশে প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। বিলম্ব মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানিকৃত পণ্য বা সেবা ঋণপত্র কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত পরিমাণের চাইতে কম পরিমাণে দেশে প্রবিষ্ট হইলে শুধুমাত্র দেশে প্রবিষ্ট আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার আনুপাতিক মূল্য পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর আওতায় জারিকৃত নির্দেশনাতে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্য বা সেবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়ের মধ্যে দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং হইবে উহার প্রমাণ স্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এমন দলিলাদি দৃশ্যমান আকারে কিংবা ইলেকট্রনিক উপায়ে দাখিল করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য প্রাপ্তি ।

১৩। রপ্তানিকৃত পণ্য ও সেবার মূল্য প্রাপ্তি ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে, গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে বা আনয়ন করা হইবে মর্মে রপ্তানিকারক কর্তৃক ঘোষণাপত্র দাখিল না করা হইলে, যে কোন পণ্য বা সেবা অথবা কোন শ্রেণীর পণ্য বা সেবা বাংলাদেশ হইতে যে কোন স্থানে সরাসরি বা পরোক্ষ রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা ১ এর আওতায় জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোন পণ্যের রপ্তানি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে বিক্রয়ের জন্য প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত এমন কোন কাজ করিবে না বা করা হইতে বিরত থাকিবে যাহাতে-

(ক) ব্যবসায়ে সাধারণভাবে সংঘটিত বিলম্বের তুলনায় উক্ত পণ্যের বিক্রয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়, অথবা

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতির পরিবর্তে অন্য কোন পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য পরিশোধ হইবে বা বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধিত হইবে না, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসনে ছাড় দেয়ার অনুমোদন করা হয় অথবা বিক্রয়ের সময় উল্লিখিত মতে বিলম্বিত করা হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যদি না পণ্য মূল্য পরিশোধের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের মূল্য ছাড় দেয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হয়।

(৩) কোন পণ্য বিক্রয়ের সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে, বিক্রয় না হইলে এবং পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পরিশোধিত না হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে বর্ণিত শর্তসমূহ লঙ্ঘন না করিয়া এই পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে পণ্য বিক্রয়ের অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বর্ণিত পণ্য সরকার বা নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা ৩ এর বিধান মোতাবেক অর্পিত পণ্য সরকার বা সরকারের পক্ষ হইতে বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া সরকার উক্ত পণ্য অর্পণকারী ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোন পণ্যের চালান মূল্য উহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট কম পরিদৃষ্ট হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত রপ্তানিকৃত উক্ত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য যথাবিহিত পন্থায় রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রত্যাবাসানের ব্যবস্থা না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজীকরণের দলিলাদি ধারণকারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংক উহা ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ এবং তদাধীন আদেশ বা নির্দেশনাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে উপ-ধারা ১ মোতাবেক জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পণ্য সামগ্রী ইতোমধ্যে রপ্তানি হইয়া থাকিলে উহার পূর্ণ মূল্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি অথবা রপ্তানি আদেশ প্রদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বা হইবে উহার প্রমাণস্বরূপ রপ্তানিকারককে বিদেশি ক্রেতার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র বা অন্যান্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

সিকিউরিটিজ রপ্তানি ও হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ

১৪। সিকিউরিটিজ রপ্তানি ও হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি,-

(ক) কোন সিকিউরিটিজ বাংলাদেশের বাহিরে নিতে বা প্রেরণ করিবে না; তবে শর্ত থাকে যে, অনিবাসী কোন ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত শেয়ারের মালিকানার প্রমাণ হিসাবে শেয়ার সার্টিফিকেট বাংলাদেশের বাহিরে লইবার ক্ষেত্রে এই বিধান কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না।

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে কোন সিকিউরিটিজ হস্তান্তর বা সৃষ্টি বা সিকিউরিটিজের উপর অর্জিত স্বার্থ হস্তান্তর করিবে না ;

(গ) বাংলাদেশের কোন রেজিস্টার হইতে কোন সিকিউরিটিজ বাংলাদেশের বাহিরের কোন রেজিস্টারে হস্তান্তর করিতে পারিবে না যাহাতে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন সিকিউরিটিজের সহিত বিদেশে নিবন্ধিত সিকিউরিটিজের বিনিময় সহজতর হয় ;

(২) কোন সিকিউরিটিজের ধারক একজন নমিনী হইলে, তিনি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যাহার মাধ্যমে ধারকের সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত কোন বা সকল অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত এমন কোন কাজ করিতে পারিবেন না যাহার ফলে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিস্থাপন ঘটিতে পারে, যাহার নিকট হইতে তিনি সরাসরি নির্দেশনা পাইবেন, যদি না উভয় ব্যক্তি তাহাদের প্রতিস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে নিবাসী হইয়া থাকেন।

(৩) এই ধারার বিধিসমূহ যাহাতে লঙ্ঘিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সিকিউরিটিজ হস্তান্তরকারী ব্যক্তি এবং যাহার নিকট সিকিউরিটিজ হস্তান্তরিত হইতেছে উভয়ের নিকট হইতে এইরূপ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে যে, যাহার নিকট সিকিউরিটিজ হস্তান্তরিত হইতেছে তিনি বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তি নহেন।

(৪) অন্য আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি-

(ক) সিকিউরিটিজ রেজিস্টার বা বহিতে এইরূপ কোন সিকিউরিটিজ হস্তান্তর লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে না যাহাতে এই ধারায় বর্ণিত বিধানের লঙ্ঘন হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়; অথবা

(খ) সিকিউরিটিজ ইস্যু, হস্তান্তর বা অন্যকিছু সংক্রান্ত কোন ক্ষেত্রেই সিকিউরিটিজ রেজিস্টার বা বহিতে বিদেশি ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে না, তবে বিদেশি ঠিকানার প্রতিস্থাপন করিয়া দেশি ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে এবং বিদেশি ঠিকানা সম্পৃক্ত কোন লেনদেনের অনুমতি এই ধারার অধীনে প্রদত্ত হইলে সেই ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) বাহক সিকিউরিটিজের "ধারক" বলিতে যাহার হেফাজতে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে উহাকে বুঝাইবে, যদি কোন বাহক সিকিউরিটিজ কোন ব্যক্তির নিকট তালাবদ্ধ বা সীলমোহরকৃত অবস্থায় জমা রাখা হয়, যেখান হইতে অন্য কোন ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তিনি সিকিউরিটিজ অন্যত্র স্থানান্তর করিতে পারিবেন না, সেইক্ষেত্রে ঐ অন্য ব্যক্তিই বাহক সিকিউরিটিজের ধারক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(খ) "নমিনী" - বলিতে কোন সিকিউরিটিজ (বাহক সিকিউরিটিজসহ) বা লভ্যাংশ ও সুদ অর্জনকারী কুপনের ধারককে বুঝাইবে যাহার অন্য কোন ব্যক্তির নির্দেশ ছাড়া স্বাধীনভাবে সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা নাই এবং যে ব্যক্তির সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরাসরি বা কোন এজেন্সির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা রহিয়াছে, সিকিউরিটিজের ধারক তাহারই মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে কাজ করিবে;

(গ) লভ্যাংশ বা সুদ প্রদর্শিত কুপন বা ওয়ারেন্ট এবং জীবন বীমা পলিসি বা মেয়াদি বীমা পলিসিও সিকিউরিটিজের অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(ঘ) "বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তি" বলিতে স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে বসবাসকারী একজন বিদেশি নাগরিককেও বুঝাইবে; তবে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

১৫। সিকিউরিটিজ এর হেফাজত।

(১) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকল ব্যক্তি যাহাদের নিকট সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ দলিলাদি সংরক্ষিত থাকে তাহাদেরকে সে সকল সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজ দলিলাদি কোন অনুমোদিত ডিপোজিটরিতে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে এই ধরনের কোন সিকিউরিটিজ অনুমোদিত ডিপোজিটরি হইতে উত্তোলনের লিখিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন অনুমোদিত ডিপোজিটরি উপ-ধারা ১ এর আওতাভুক্ত কোন সিকিউরিটিজকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে বাতিল করিতে বা অন্য অনুমোদিত ডিপোজিটরির সঙ্গে বিন্যস্ত করিতে পারিবে না।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন অনুমোদিত ডিপোজিটরি -

(ক) উপ-ধারা ১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত কোন আদেশে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ, যাহা বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তির নামে স্থানান্তরিত হইয়াছে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, বা

(খ) কোন ব্যক্তি এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতিস্থাপন স্বীকৃত বা প্রভাবিত হয় যাহার নিকট হইতে উহা সরাসরি সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত নির্দেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সিকিউরিটিজ সম্পৃক্ত

নির্দেশদানকারী পূর্ববর্তী ব্যক্তি এবং তাহার প্রতিস্থাপক উভয়ই যদি প্রতিস্থাপনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের নিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হইবে না,

(৪) উপ-ধারা ১ এ উল্লিখিত সরকারী প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার পরে কোন সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজের দলিল অনুমোদিত কোন ডিপোজিটরিতে জমা না হইয়া থাকিলে উক্ত সিকিউরিটিজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় বা স্থানান্তর করিতে পারিবে না।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত অনুমোদিত ডিপোজিটরি যাহার হেফাজতে সিকিউরিটিজ রহিয়াছে তাহার নির্দেশ ব্যতীত উপ-ধারা ১ এ বর্ণিত কোন সিকিউরিটিজের মূলধন, সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা যাইবে না।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে -

(ক) "অনুমোদিত ডিপোজিটরি"- অর্থ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত একজন ব্যক্তি যাহার সিকিউরিটিজ বা সিকিউরিটিজের দলিল হেফাজতে গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) "সিকিউরিটিজ"- কুপনও সিকিউরিটিজ এর অর্ন্তভুক্ত হইবে।

১৫ক। বাংলাদেশের বাহিরে সিকিউরিটিজ সমূহ ইস্যু, স্থানান্তর, এবং তালিকাভুক্তিকরনে বিধি-নিষেধ।

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন সিকিউরিটিজ ইস্যু অথবা হস্তান্তর অথবা কোন এক্সচেঞ্জ অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও তালিকাভূক্ত করা যাইবে না, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোন ডিপোজিটরিতে ইস্যু বা তালিকাভুক্ত করা যাইবে না। উল্লেখ থাকে যে, বাংলাদেশের বাহিরে কোন সিকিউরিটিজ হস্তান্তর, ধারণ ও তালিকাভুক্তিকরণে এই আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার বিধানাবলি কার্যকর হইবে না।

১৬। বাহক সিকিউরিটিজ ইস্যুর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।

সরকার এই মর্মে প্রজ্ঞাপন জারি করিতে পারিবে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে কোন বাহক সিকিউরিটিজ বা কুপন ইস্যু করিতে পারিবে না বা এমন কোন দলিল পরিবর্তন করিতে পারিবে না যাহা পরবর্তীতে বাহক সিকিউরিটিজ বা কুপন এ রূপান্তরিত হইতে পারে।

১৭। সরকার কর্তৃক বৈদেশিক সিকিউরিটিজ এর অধিগ্রহণ।

(১) বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থান শক্তিশালিকরণের লক্ষ্যে সরকার সুবিধাজনক মনে করিলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়ার শর্তে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা -

(ক) প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সকল বৈদেশিক সিকিউরিটিজ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত তারিখে সরকার মতে বাজার মূল্য অপেক্ষা কম নহে এরূপ নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারের নিকট হস্তান্তর করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে,

(খ) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বৈদেশিক সিকিউরিটিজ সমূহের মালিককে সিকিউরিটিজ সমূহ বিক্রি বা বিক্রয়মূল্য আদায় করিবার এবং তৎপরবর্তী নিট বৈদেশিক বিনিময়মূল্য সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে যাহা সরকার মতে বিক্রয় প্রস্তাব দিবসের বাজার মূল্য অপেক্ষা কম নহে এরূপ মূল্যে বিক্রয় প্রস্তাব করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা ১, দফা (ক) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন জারি করা হইলে-

(ক) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ সকল প্রকার বন্ধকি, জামানত বা চার্জমুক্ত হইয়া সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী উহাদের ব্যবহার করিবে।

(খ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোন সিকিউরিটিজের মালিক এবং এ সকল সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বা লিপিবদ্ধকরণ রেজিস্টার বা বহি সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা এ সকল সিকিউরিটিজ নিবন্ধন বা লিপিবদ্ধকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত সকল কাজ করিবে; এইরূপ উদ্দেশ্য নিশ্চিতকল্পে-

(১) সিকিউরিটিজ এবং তৎসম্পৃক্ত দলিলাদি সরকারের নিকট অর্পিত হইবে এবং নিবন্ধিত বা লিপিবদ্ধ সিকিউরিটিজ এর ক্ষেত্রে সরকার বা সরকার নির্ধারিত নমিনীর নামে উহা নিবন্ধিত বা লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(২) প্রজ্ঞাপন জারির দিনে বা পরবর্তীতে উল্লিখিত সিকিউরিটিজ এর উপর যদি কোন লভ্যাংশ বা সুদ সরকার বা সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদেয় হয় এবং প্রজ্ঞাপন বলে সরকারের নিকট অর্পিত কোন বাহক সিকিউরিটিজ এর সঙ্গে লভ্যাংশ ও অর্জনকারী কুপন সরকারের নিকট অর্পণ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে সরকার মতে হ্রাসকৃত মূল্যে প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোন সিকিউরিটিজের মালিককে বা সিকিউরিটিজ নিবন্ধনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে সিকিউরিটিজ বা কুপনের উপর প্রদেয় কোন লভ্যাংশ বা সুদ বা উহা প্রতিনিধিত্বকারী যে কোন কুপন এর বিষয়ে এই উপ-ধারা কার্যকরী হইবে না।

(৩) এই ধারার শর্তাধীন কোন বিশেষ সিকিউরিটিজ সরকারের নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে বলিয়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যায়নপত্রই সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে।

একাদশ অধ্যায়

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

১৮। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।

(১) বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কোন ট্রাস্টের নামে উইলবিহীন এইরূপ কোন সম্পত্তির নিষ্পত্তি করিতে পারিবে না যাহার ফলে নিষ্পত্তিকালীন সময়ে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির স্বার্থ ঐ সম্পত্তির উপর ন্যস্ত হয় অথবা উইল করা ব্যতীত পরিশোধ সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না, যাহার ফলে ক্ষমতা প্রয়োগকালীন সময়ে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অনুকূলে ঐ পরিশোধ সুবিধা অর্পিত হয়।

(২) সম্পত্তি নিষ্পত্তিকালীন সময়ে বা সম্পত্তি সংক্রান্ত পরিশোধ এর ক্ষমতা প্রয়োগকালীন সময়ে বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী কোন ব্যক্তির অধিকার ঐ সম্পত্তিতে ন্যস্ত হইয়া যায় এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির নিষ্পত্তি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত পরিশোধ এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কোম্পানি সংক্রান্ত কতিপয় বিধানাবলি ।

১৯। কোম্পানি সংক্রান্ত কতিপয় বিধানাবলি ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন কাজ করিতে পারিবে না যাহাতে বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানির উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ স্থগিত হইয়া যায়।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি ব্যাংকিং কোম্পানি/আর্থিক প্রতিষ্ঠান নহে এইরূপ কোন কোম্পানি যাহা যে কোন ভাবে বাংলাদেশের বাহিরে বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত ভূখন্ডের অন্যত্র নিবাসী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে কোন অর্থ বা সিকিউরিটিজ ধার দিতে পারিবে না ।

এই উপ-ধারায় "কোম্পানি" বলিতে একটি প্রতিষ্ঠান অথবা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের শাখা বা কার্যালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯ক। বিদেশি কোম্পানির উপর বিধিনিষেধ।

(১) বাংলাদেশের বাহিরে নিবাসী ব্যক্তি (বাংলাদেশের নাগরিক বা নাগরিক নহেন) বা বাংলাদেশের নাগরিক নহেন কিন্তু বাংলাদেশে নিবাসী এইরূপ কোন ব্যক্তি অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান কোন আইনের আওতায় অধিভুক্ত নহে এইরূপ

কোম্পানি (ব্যাংক কোম্পানি ব্যতীত) ট্রেডিং, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রকৃতির যেকোন কার্য পরিচালনার নিমিত্তে বাংলাদেশে শাখা অফিস বা লিয়াজোঁ অফিস বা প্রতিনিধিত্বকারী অফিস বা অন্য কোন ব্যবসায়িক কার্যালয় স্থাপনে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) বা অনুরূপ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে অনুমোদন প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

ত্রায়োদশ অধ্যায়

তথ্য দাখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা

২০। তথ্য দাখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা ।

(১) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময় গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহাতে উল্লিখিত কোন ব্যত্যয় সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত বর্ণনা সহযোগে বাংলাদেশের কোন নাগরিক, বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি এবং যে কোন স্থানে অবস্থানরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোন চাকুরিরত যে কোন ব্যক্তিকে তাহার ধারণকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, বৈদেশিক সিকিউরিটিজ এবং তাহার মালিকানায় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন স্থাবর সম্পত্তি বা শিল্প বা বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকার অথবা কোন কোম্পানির দখল, মালিক হওয়া, স্থাপনা অথবা নিয়ন্ত্রণ অথবা কোন অধিকার, স্বত্ব, বা স্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যে সকল তথ্য, বহি বা অন্যান্য দলিলপত্র সরকার সংগ্রহ করিতে আগ্রহ করে উহা সরকারের নিকট বা সরকারের অনুমোদিত কোন ব্যক্তির নিকট সরবরাহের জন্য সরকার লিখিত আদেশ দিতে পারিবে। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এই আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংককে অর্পণ করিতে পারে।

(৩) এই আইনের কোন শর্ত লঙ্ঘন করা হইয়াছে বা কোন স্থানে লঙ্ঘিত হইয়াছে বা কোন স্থানে লঙ্ঘনের সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ প্রমাণসহ সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির কোন লিখিত আবেদন এবং উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে এমন যে কোন স্থানে এই আইনের যে কোন শর্ত লঙ্ঘন হইয়াছে বা লঙ্ঘন হইতেছে বা লঙ্ঘন করা হইবে বা লঙ্ঘনের প্রমাণ উক্ত স্থানে পাওয়া যাইবে মর্মে শপথ বাক্য দ্বারা সমর্থন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানা জারির মাধ্যমে সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নপদস্থ নয় এইরূপ একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে-

(ক) পরোয়ানায় উল্লেখ মোতাবেক কোন স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিবার এবং

(খ) উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যে কোন বহি বা অন্যান্য দলিলপত্র জব্দ করিবার অনুমতি দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপধারায় "স্থান" বলিতে বাড়ি, ভবন, তাঁবু, মোটরযান, অযান্ত্রিকযান, রেল গাড়ি, নৌযান বা উড়োজাহাজ ইত্যাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩ক) উপধারা (৩) এর শর্তাধীনে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা এইরূপ স্থানে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে বা তিনি যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি সম্প্রতি উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়াছে অথবা সত্বর ঐ স্থানে প্রবেশ করিবে তবে তাহাদের তল্লাশি করিতে পারিবে এবং এই আইনে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত যে কোন দ্রব্য জব্দ করিতে পারিবে।

(৩খ) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এর শর্তাধীনে উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী অনুমোদিত যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা ৩ বা ৩ক এ উল্লিখিত যে কোন তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করিতে পারিবে।

২০ক। পরিদর্শন ক্ষমতা ।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোন সময় উহার এক বা একাধিক কর্মকর্তার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ যে কোন ব্যক্তি, ফার্ম বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংশ্লিষ্ট কারো হিসাব বহি ও অন্যান্য দলিলাদির উপর পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল হিসাব বহি এবং অন্যান্য দলিলাদি জব্দ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা অথবা কর্মকর্তাদের নিকট এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্টগণ তাহাদের হিসাব বহি এবং অন্যান্য দলিলাদি দাখিল এবং এতদ্‌সম্পর্কিত বিবরণী ও তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর শর্তানুযায়ী কোন হিসাব বহি বা অন্যান্য দলিলপত্র বা প্রতিবেদন বা তথ্য সরবরাহে ব্যর্থ হইলে তাহা এই আইনের শর্তাদির লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে।

চর্তুদশ অধ্যায়

সম্পূরক বিধানাবলি

২১। সম্পূরক বিধানাবলি।

(১) সরকার কর্তৃক কোন মূল্য বা কোন দেনা পরিশোধ বিষয়ে এই আইনের অধীনে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইবে না যাহাতে সরকার কর্তৃক উক্ত মূল্য বা দেনা বাংলাদেশি মুদ্রা ভিন্ন অন্য মুদ্রায় বা বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পরিশোধের প্রয়োজন হয়।

(২) এই আইনের শর্তাবলি এবং ইহার আওতায় জারিকৃত যে কোন বিধি, আদেশ বা নির্দেশসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অপরিহার্য বা সুবিধাজনক প্রতীয়মান হইলে পরিশোধ প্রদান এবং অন্যান্য কাজ করিবার বিষয়ে ব্যাংকার, অনুমোদিত ডিলার, ট্রাভেল এজেন্ট, পরিবহন সংস্থা/ব্যবস্থা, সাধারণ বা ব্যক্তি

মালিকানাধীন স্টক ব্রোকার এবং উক্ত ব্যবসায় পরিচালনার জন্য এই আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক নহে অথচ বাংলাদেশে অবস্থান করিতেছেন বা কাজ করিতেছেন বা যে কোন সময়ের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সেবা প্রদান করিতেছেন এইরূপ যে কোন বা সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা কোন শ্রেণির ব্যক্তিকে (প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কূটনৈতিক বা কোন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত) বাংলাদেশ ব্যাংক বা প্রজ্ঞাপনের বর্ণনা মোতাবেক অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য দাখিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আলোচ্য আইন পরিহারকল্পে চুক্তি

২২। আলোচ্য আইন পরিহারকল্পে চুক্তি।

(১) কোন ব্যক্তি এইরূপ কোন চুক্তি বা শর্ত সম্পাদন করিতে পারিবে না যাহা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এই আইনের শর্তাদি অথবা এই আইনের আওতায় জারিকৃত বিধি, নির্দেশ বা আদেশকে কৌশলে পরিহার করিতে বা এড়াইয়া যাইতে পারে।

(২) এই আইনের কোন ধারা দ্বারা বা এই আইনের অধীনে কার্যকারিতা রয়েছে এমন কোন কার্য যাহা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে করা যাইবে না; কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্তরূপ কার্য সম্পাদন করিতে এবং সম্পাদিত কোন চুক্তি অবৈধ/অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে না, যদি না ক্ষেত্রমতে চুক্তিতে এরূপ কোন শর্ত থাকে যে, সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে উক্ত কার্যটি সম্পাদন করা যাইবে না এবং বাংলাদেশের যে কোন আইনের অধীনে সম্পাদিত চুক্তির একটি অব্যক্ত/অনুক্ত শর্ত হইবে যে, এই আইনের কোন ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ বা এই আইনের অধীনে সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে করা যাইবে না, সেক্ষেত্রে উক্ত কার্যটি উল্লেখিত অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সম্পাদন যোগ্য হইবে না।

(৩) এই আইনের শর্ত ভঙ্গ করিয়া অথবা এই আইনের আওতায় সম্পাদিত কোন শর্ত (সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত অথবা নিহিত) এর ক্ষেত্রে যদি সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি প্রয়োজন হয়, যদি উক্ত অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য সম্পাদিত হয়, তবে উহা হইতে উদ্ভূত কোন পাওনা যেমন, ঋণের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হইলে এই আইনের উক্ত শর্তসমূহ প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করিবে। কিন্তু-

(ক) কোন আদালতের রায় বা আদেশের ফলে যদি কোন অর্থ পরিশোধের প্রয়োজন হয় তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আইনের শর্তসমূহ যেভাবে প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(খ) এই আইনের শর্তসমূহ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ অর্থ পরিশোধের জন্য কোন রায় বা নির্দেশ কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে না। তবে কোন পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি থাকিলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না এবং

(গ) এই ধরনের অনুমতি দেওয়া অথবা না দেওয়ার বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক, রায় বা আদেশ দ্বারা পরিশোধকারী এবং গ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র এবং তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস এ্যাক্ট, ১৮৮১ তে যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের অনুমতি ব্যতিরেকে যে পরিশোধ সম্পাদিত হইয়াছে, উহাকে বিনিময় বিল বা প্রতিশ্রুতিপত্র হিসেবে গণ্য করিতে এই আইন বা ইহার আওতায় জারিকৃত কোন নিয়ম, আদেশ বা নির্দেশনা বা এই আইনে সুস্পষ্ট বা নিহিত সমর্থন রহিয়াছে এইরূপ কোন শর্তই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

মিথ্যা বিবরণী ও কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান

২৩। মিথ্যা বিবরণী।

ধারা ২০ এর আদেশ বা নির্দেশ পরিপালনকালীন বা এই আইনের অধীনে যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট কোন আবেদন বা ঘোষণা প্রদানকালীন সময় কোন ব্যক্তি সজ্ঞানে মিথ্যা বা সত্য নয় মর্মে বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ রহিয়াছে এরূপ কোন তথ্য বা বিবরণ প্রদান করিবে না।

২৩ক। কতিপয় ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান ।

(১) এই আইনের শর্ত বা ইহার আওতায় জারিকৃত কোন বিধি, আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে এইরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কোন ব্যক্তি কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে আইন বা শর্ত ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছেন উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করিলে তাহার নিকট হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার তাহাকে এই আইনে বা প্রচলিত কোন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য বিচারকার্য হইতে মুক্তি দিতে পারিবে অথবা এই আইনের দ্বারা ধার্যকৃত দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যে কোন অপরাধের জন্য এই আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য বিচারকার্য বা এই আইন দ্বারা ধার্যকৃত দন্ড হইতে ক্ষেত্রমতে উপধারা (১) এ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে, মুক্তি/অব্যাহতির আদেশে উল্লিখিত সীমা পর্যন্ত, মুক্তি/অব্যাহতি মঞ্জুর করা হইবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানিয়া লইবে।

(৩) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে যাহাকে উপ-ধারা (১) এর আওতায় অব্যাহতি/মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে তিনি মুক্তি/অব্যাহতির শর্তসমূহ মানিয়া না চলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু গোপন করে বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাকে প্রদত্ত মুক্তি/অব্যাহতির আদেশ বাতিল হইবে এবং যে অপরাধ হইতে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল সেই অপরাধের জন্য পুনরায় বিচারকার্য শুরু হইবে এবং যে দণ্ড হইতে সে অব্যাহতি পাইয়াছিল উহা আবার প্রয়োগ করা হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

আইন লঙ্ঘন, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও দণ্ড

২৪। আইন লঙ্ঘন, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও দণ্ড ।

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এ যাহাই থাকুক না কেন যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় করেন বা ব্যবসায় করিবার জন্য প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাওয়ার পরও ব্যবসায় করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা এবং অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ডে এবং/অথবা ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন অনুমোদিত ডিলার, মানিচেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্যান্য কর্মকর্তা--

(ক) এই আইনের অধীনে কোন নিরীক্ষক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শককে অসহযোগিতা বা যথাযথ কর্ম সম্পাদনে বাধা প্রদান করেন;

(খ) কোন তথ্য হিসাব, বহি বা নথিপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন বা ভুলভাবে উপস্থাপন করেন;

(গ) কোন মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশ করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) হইতে অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থ জরিমানা করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলি বা এই আইন বাস্তবায়নকল্পে জারিকৃত বিধি বা এই আইনের আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারিকৃত প্রবিধান বা নির্দেশনা লঙ্ঘন বা বাধাগ্রস্ত বা উক্তরূপ কর্মকান্ডে সহায়তা করলে অন্যূন ৩,০০,০০০/=(তিন লক্ষ) হইতে অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ডে এবং/অথবা ন্যূনতম ০৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ০৭ (সাত) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যে কোন মুদ্রা, সিকিউরিটিজ,

স্বর্ণ বা রৌপ্য বা দ্রব্য সামগ্রী বা অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত লঙ্ঘন সংঘটিত হইলে সাজা প্রদানের অতিরিক্ত হিসেবে ট্রাইবুন্যাল প্রয়োজনবোধে উহা বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৫। অপরাধ আমলে নেওয়া ।

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২৪(১) এবং ২৪(৩) এ বর্ণিত অপরাধসমূহ এই আইনের ধারা ২৭ এর আওতায় গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে দণ্ডনীয় সকল অপরাধ এই আইনের ধারা ২৭ দ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনালে আমলযোগ্য হইবে।

(২) ধারা ২৪-এর অধীনে সাধারণভাবে সকল অপরাধ বা তদধীনে কোন নির্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীনে কোন বিচারকার্য গ্রহণ করিবেন না।

(৩) ট্রাইবুনালের বিচারক মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) কার্যদিবসের মধ্যে সমস্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করিবেন।

(৪) বিচারক উপ-ধারা ০৪-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৫) ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করা যাইবে।

২৬। শাস্তিমূলক কার্যধারা গ্রহণের পদ্ধতি ।

(১) বাংলাদেশ বাংক যদি এই আইনের কোন ধারা অথবা তদধীন কোন আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত শর্ত বা প্রণীত কোন বিধি লঙ্ঘন করার জন্য কোন অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারযোগ্য অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে না বা আর্থিক দণ্ড আরোপ করিবে না সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের সুযোগ দিতে পারিবে। প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইলে বা উহারা বা তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাখ্য প্রদান না করিলে, অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়

সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে অত্র আইনের ২৪(২) ধারা বা উহার উপধারাসমূহে উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা সংশ্লিষ্ট ধারা বা উপ-ধারাসমূহে উল্লিখিত যে কোন অংকের আর্থিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীনে আরোপিত জরিমানার অর্থ উক্ত অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এইরূপ আদেশ প্রদানের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) যদি কোন অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপধারা (২)-এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনরূপ নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত অনুমোদিত ডিলার, মানি চেঞ্জার, সীমিত মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এইরূপ কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, উহার স্বত্বাধিকারী, উহার পরিচালক, প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাব হইতে উক্ত জরিমানা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

২৭। ট্রাইব্যুনাল, উহার ক্ষমতা, ইত্যাদি ।

(১) প্রত্যেক দায়রা জজ, তাহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য ধারা ২৪(১)(৩) এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের বিচার কার্যের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবেন। উল্লেখ্য, প্রত্যেক দায়রা জজ তাহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকার জন্য এক বা একাধিক অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতকে ট্রাইব্যুনাল হিসাবে ঘোষনা করিতে পরিবে।

(২) কোন ট্রাইব্যুনাল কোন মামলা বিচারার্থে তাহার এখতিয়ারাধীন কোন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট ***ন্যস্ত*** করিতে পারিবেন এবং উক্ত অতিরিক্ত দায়রা জজও ন্যস্তকৃত মামলার বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৩) ট্রাইব্যুনালের সকল কার্যক্রম দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন)-এর ধারা ১৯৬-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ অনুযায়ী বিচারিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য হইবে। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এর আদেশ ও দণ্ডাদেশ কার্যকর-সম্পর্কিত ধারাসমূহ, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ও দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারার আওতায় গঠিত ট্রাইবুন্যাল, বিচারকার্য সম্পাদনকালে, একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বিচারকার্যে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে এবং বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮(১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং উক্ত কোডের বর্ণনা মোতাবেক নিম্নলিখিত বিষয়েও ক্ষমতা ভোগ করিবে;

(ক) অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ প্রদান করা;

(খ) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা;

(গ) যে কোন অপরাধ এবং প্রতিবেদন তদন্ত করিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঘ) পুলিশি তদন্তকালীন সময়ে একজন ব্যক্তিকে আটক রাখিবার অনুমোদন প্রদান করা;

(ঙ) অপরাধীকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করা।

২৮। মামলার ক্ষেত্রে প্রমাণ সংক্রান্ত দায়িত্ব ।

(১) এই আইনের আওতায় অনুমতি ব্যতিরেকে কাজ করা যাইবে না এইরূপ কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে অথবা এই আইন বলে জারিকৃত কোন বিধি বিধান/নির্দেশ/আদেশ লঙ্ঘনের জন্য কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে ঐ ব্যক্তির যে সংশ্লিষ্ট কার্য সাধনে প্রয়োজনীয় অনুমতি রহিয়াছে উহা প্রমাণের দায়িত্ব অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(২) যখন কোন মামলায় বাংলাদেশে নিবাসী একজন ব্যক্তির বিদেশে নিবাসী অন্য ব্যক্তির অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা প্রমাণের জন্য এই আইনের আওতায় একটি অপরাধ প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়, তখন যে সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঐ অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই সকল অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর ধরিয়া লইতে হইবে যে, এই রকম অপরাধ সংঘটনে তাহার সহযোগিতা ছিল, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে ঐ ধরনের অপরাধ সংঘটনে সহযোগিতা করে নাই উহা প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(৩) এ আইনের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট/ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও তথ্য আদালতের কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে গৃহীত হইবে।

অষ্টদশ অধ্যায়

সরকারের নির্দেশনা প্রদানে ক্ষমতা

২৯। সরকারের নির্দেশনা প্রদানে ক্ষমতা ।

এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সরকার সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে এইরূপ সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিবে যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের আওতায় কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানিয়া চলিবে।

৩০। আইনানুগ কার্যব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাড়।

এই আইন অথবা ইহার আওতায় জারিকৃত কোন বিধি, নির্দেশ বা আদেশ অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিয়া থাকে অথবা করিবার অভিপ্রায় করে তবে তাহার বিরুদ্ধে মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোন আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।

এই আইনের বিধানসমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ।

(১) এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে The Foreign Exchange Regulation Act, 1947(Act No. VII OF 1947) রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উক্ত Act রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত Act এর অধীনে কোন অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা; দায়েরের অনুমোদন নিস্পত্তির অপেক্ষাধীন থাকিলে এই আইনের বিধান অনুযায়ী উক্ত অনুসন্ধান, তদন্ত এবং অনুমোদন সরকার অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) উক্ত Act রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত Act এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে কোন মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায় থাকিলে উহা তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন দায়রা জজ এর নিকট স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) এই আইনের প্রবর্তনের পর সরকার সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অনুমোদিত বাংলা পাঠ গ্রহণযোগ্য হইবে।